দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

# সবার আগে চাই শিক্ষা

শাওয়াল খান

জীবনে কত কি প্রয়োজন তার তালিকা তৈরী করে শেষ করা যাবে না। কারণ দিন দিন মানুষের জীবন-জীবিকার তাগিদে প্রয়োজনের তালিকা শুধু বেড়েই চলছে। জীবনকে উপভোগ করতে কে না চায়? কিন্তু সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে, উপভোগ করতে যা অনিবার্য তা কয়জনের জোটে? তবুও মানুষের চেষ্টা নিরন্তর। এই নিরন্তর চেষ্টারই ফসল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত জীবন যেমন-নৌযান, মোটরযান, উড়োজাহাজ, বেতারযন্ত্র, টেলিভিশন, ছাপাখানা, অডিও, ভিডিও, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলেক্স, কম্পিউটার, ই-মেইল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট, ভূ-উপগ্রহ হাজারো কলকারখানা আরো কতো কি। মানুষের আবিষ্কারের শেষ নেই, গবেষণার অন্ত নেই। এসবের জন্য চাই শিক্ষা। খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে মানুষের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন অর্থাৎ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ঘটাতে যে বিষয়টা প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় বলে বিবেচিত হচ্ছে তা হলো শিক্ষা। তাই আরো এক ধাপ এগিয়ে বলতে আজ বাধ্য তার আগে চাই শিক্ষা।

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। অন্ন,বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার পাশাপাশি শিক্ষা মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে। অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে এটা মানুষের একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান অর্জন করা আর অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগানোর সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার শিক্ষা। প্রশ্ন হলো সেই জোরালো হাতিয়ারকে আমরা কতটুকু জোরালো বা কতটুকু শানিত করতে পেরেছি।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তিন স্তরভিত্তিক যথা-প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থা। ৫ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ৬ বছর বয়সের শিশুদের নিয়ে শুরু হয়। কিছু কিছু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবশ্য প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করে থাকে। মাধ্যমিক শিক্ষা আবার তিনটি উপস্তরে বিভক্ত; নিম্ন-মাধ্যমিক (গ্রেড ৬-৮); মাধ্যমিক (গ্রেড ৯-১০) এবং উচ্চ মাধ্যমিক (গ্রেড-১১-১২)

উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পরে (গ্রেড-১২ থেকে)। যেমন-২ বছরের সাধারণ ডিগ্রী-(বিএ, বিকম, বিএসসি। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যে তিন বছরের বিশেষ ডিগ্রী (অনার্স কোর্স বা সমান); চিকিৎসা প্রকৌশল ও কৃষি শাস্ত্রে ৪-৫ বছরের পেশাভিত্তিক ডিগ্রী। মাষ্টার্স ডিগ্রী (মেয়াদ-১-২ বছর, পূর্বের অর্জিত শিক্ষা সাপেক্ষে); এম ফিল ও পিএইচডি (এম, ফিল এর জন্য-২ বছর, পিএইচডি'র জন্য ৩ বছর)। এর বাইরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে যা তিন স্তর বিশিষ্ট সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী কোর্স। এ ছাড়াও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন-ক) ১ বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্স (পুরুষদের জন্য গ্রেড-১২ এর পরে, মহিলাদের জন্য গ্রেড ১০-এর পরে); খ) এক বছর মেয়াদী ব্যাচেলর ইন এডুকেশন কোর্স (ডিগ্রী কোর্সের পর) এবং গ) এক বছর মেয়াদী মাষ্টার ইন এডুকেশন কোর্স (ব্যাচেলর ইন এডুকেশন কোর্সের পর)।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল একটি সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে' তা হলো মাদ্রাসা শিক্ষা (ধর্মীয় শিক্ষা) প্রচলিত এ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাকাল ১৬ বছরের (৫ বছর এবতেদায়ী, ৫ বছর দাখিল, ২ বছর আলীম, ২ বছর ফাজিল এবং ২ বছর কামিল)। এত কিছুর পরও আমরা কি বলতে পারি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত? সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে আসল প্রতিবন্ধকতাটা কোথায়? স্কুল উপযোগী সবাইকে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে না পারা, না অকালে ঝরে পড়া?

শিক্ষাখাতে বছরে ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু এই বিশাল বিনিয়োগ থেকে আমরা প্রত্যাশিত প্রতিদান পাচ্ছি কি? ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট কর্মক্ষম জনশক্তির ৪০% বেকার। গেল কটা বছরেও এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি ঘটেনি। এটা দেশের জন্য একটা ভয়াবহ দুঃসংবাদ। একটি দেশের মোট কর্মক্ষম লোকের ৪০% যদি কাজ না পায় বা না করে, ৪০% শিক্ষিত জনশক্তি যদি মানবপুঁজি হয়েও অকেজো হয়ে থাকে তা হলে সেই দেশের উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? এ প্রসঙ্গে ডঃ কাজী খলিকুজ্জামানের সাম্প্রতিক বক্তব্য হচ্ছে "বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। এই অর্জনের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ দরকার। কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব"।

শিক্ষার অর্থনৈতিক কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শিক্ষা হচ্ছে লাভজনক বিনিয়োগ ক্ষেত্র যা থেকে বেশি রিটার্ন আসে। এটি দেখিয়েছেন অর্থনীতিবিদ আর্থার শুল্জ। তার মতে প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োজিত সম্পদের রেট অব রিটার্ন ৩৫%, মাধ্যমিক শিক্ষায় ২০% এবং উচ্চ শিক্ষায় ১১%। ক্লাসিকেল অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ, ডেবিড রিকাডো, মার্শাল প্রমুখের মতে শিক্ষা হলো এমন একটি ক্ষেত্র যার কাজ হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে পুঁজির সঞ্চালন ঘাটানো। ইভান ইলিচ, পাওলো ফ্রেইরী, জিনা বোমেন ও আরলন্ড এন্ডারসন তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, যে সকল দেশের স্বাক্ষরতার হার ৯০% এর উপরে শুধুমাত্র সেই সকল দেশের মাথা পিছু আয় ৫০০ ডলারের উপরে। অন্য আরেকজন গবেষকের গবেষণার ফলাফল হলো কোন রাষ্ট্রের স্বাক্ষরতার হার ৫০% উপরে না হলে সেই দেশ উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপটি অতিক্রম করতে পারে না।

শিক্ষার অধিকার আজ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাতে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ শতক জুড়ে অর্থনীতিবিদরা শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। রবার্ট সলো, আর্থার শুল্জ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এ ধরনের গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যে ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, তা শুধু ব্যক্তি মানুষের বিকাশের প্রয়োজনেই নয়, দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণেই বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্যোগে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ ১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিকভাবে অনুষ্ঠিত "২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা" শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন এবং ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু সম্মেলনের নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অংগীকারাবদ্ধ। ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত "সবার জন্য শিক্ষা" সংক্রান্ত ৯টি উচ্চ জনসংখ্যার উন্নয়নশীল দেশের শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণা বাস্তবায়নেও অংগীকার করেছে।

শিক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক দু'ভাবেই শিক্ষার বিকাশ মানব জীবনে অব্যাহত থাকে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যে গঠনগত দিক সেটা বড় মজবুত। যতই দিন যাচ্ছে, সমাজ ততই এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষ ততই উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যে কোন দেশেই সার্বিক উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশ নিরক্ষরতা সমস্যায় জর্জরিত বলেই আমরা সাক্ষরতার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু সাক্ষরতার ন্যূনতম জ্ঞান নিয়ে মানুষ শিক্ষিত হতে পারে না , শিক্ষা মানুষকে সাক্ষরতার চাইতে অনেক বেশি কিছু দেয়। এক কথায় চিন্তা-চেতনার প্রসার ঘটায়, কর্মদক্ষতা বাড়ায়। সাক্ষরতা ও শিক্ষা দু'টো পৃথক ধারণা হলেও একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। সার্বিক অর্থে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন আরো জোরদার করা দরকার। নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনেরই প্রাথমিক দিক যে আন্দোলনে সব বয়সের মানুষ ঘরে বসে অনায়াসে অংশগ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই শিক্ষা সর্বসাধারণের জন্য সহজলভ্য এবং কার্যকর ভাবে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নেয়। আজ বঙ্গবন্ধুর অন্তত দু'টি পদক্ষেপ সাফল্যের মুখ দেখেছে। একটি প্রাথমিক শিক্ষা সরকারীকরণ করা, অন্যটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা নতুন একসেট বই পাওয়ার আনন্দে নিজের পড়াশুনার প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠে। আগ্রহী হয়ে ওঠে স্কুলের প্রতি। শিশুদের মনে আনন্দ দান করে শিক্ষা দিতে পারলে সেই শিক্ষা শিশুদের কাছে অনেক বেশী গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

শিশু এবং বয়স্ক যাদের জন্যই হোক অর্জিত শিক্ষা হওয়া চাই বাস্তবমুখী এবং কার্যকর। শিক্ষার্জিত ব্যক্তি যাতে দেশে-বিদেশে সে শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে পারে। যাতে করে অর্জিত শিক্ষার বদৌলতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনে অংশীদার হতে পারে, একটা দেশকে শুধু নিরক্ষরমুক্ত করলেই সে দেশ উন্নতির পথে যায় না। আমাদের সামনে কিছু দৃষ্টান্ত আছে। সেখানে একটা দেশের সাক্ষরতার প্রসার ঘটছে কিন্তু উন্নয়নের যথেষ্ট প্রসার ঘটেনি। তানজানিয়া ও ইথিওপিয়া এমন দুটো দেশ যেখানে সাক্ষরতার হার উঁচু হলেও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সন্তোষজনক নয়। কারণ একটাই তারা যদিও নিজেদের দেশকে নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত করেছে, কিন্তু তারা দেশকে সত্যিকারের শিক্ষিত করে তুলতে পারেনি। তবে যেসব দেশে শিক্ষিত মানুষের হার সন্তোষজনক সেখানে মানব সম্পদের গুণগতমান যথেষ্ট সন্তোষজনক। সুতরাং আমাদের আন্দোলন হওয়া চাই মানসম্মত শিক্ষার, কার্যকর শিক্ষার। প্রকৃত শিক্ষার। এই আন্দোলনে পিছিয়ে পড়লে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়বো।

এছাড়াও কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার পর এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার পর শিক্ষিত এবং সাক্ষর জনগোষ্ঠী যেন দেশের, সমাজের এবং পরিবারের বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। যদি এমনটি হয় সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। অতএব আমাদের শিক্ষাবিষয়ক পরিকল্পনা হওয়া চাই পরিকল্পিত, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা সমৃদ্ধ এবং উৎপাদনমুখী। শিক্ষিত হয়ে, বা সাক্ষরতা অর্জন করে কেউ যেন হতাশগ্রস্ত না হয়। ❑

*শিক্ষার অধিকার আজ জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাতে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ শতক জুড়ে অর্থনীতিবিদরা শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। রবার্ট সলো, আর্থার শুল্জ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এ ধরনের গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যে ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, তা শুধু ব্যক্তি মানুষের বিকাশের প্রয়োজনেই নয়, দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্যও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর এ কারণেই বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।*